দৈনিক ইনকিলাব 064

তারিখ 08 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

আগের দিনে শিক্ষা সমাজের উচুস্তরের সীমিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। চাহিদা আর সুবিধা ছিল সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে জ্ঞান বিস্তারের হাতিয়ারের পরিমাণ ও মান উভয়েরই প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। তারই সাথে শিক্ষাক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে নানাবিধ গণমুখী উদ্ভাবন। দূর শিক্ষণ এমনি একটি আধুনিক বিপ্লবাত্মক শিক্ষা পদ্ধতি। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে "দূর শিক্ষণে" বৃত্তিমূলক কর্মমুখী শিক্ষা থেকে শুরু করে সবরকমের শিক্ষাই আজকের যুগে একটি সৃষ্টিধর্মী পদক্ষেপ হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোর ক্ষেত্রে বিবেচিত হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশে অত্র ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা হাজার ত্রিশ-এর মত। প্রতি বছর প্রায় ৭০/৮০ হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজ এবং প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে প্রতিটি জেলায় এক বা একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে স্থাপন করে ছাপানো বই, বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রে শুকরবার আয়োজিত টিউটোরিয়াল ক্লাশ-এর সহায়তায় একই সাথে লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর ঘরে বসে শিক্ষার সুযোগ করা যেতে পারে।

সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ খরচ সরকারকে যোগান দিতে হয় অথচ একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় একবার স্থাপিত হলে এর পরিচালনের শতকরা ৮০ ভাগ খরচই যোগান দেয়া সম্ভব হয় ছাত্রদের কাছ থেকে অর্থের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশ দূর শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বাইড) কর্তৃক পরিচালিত দূর শিক্ষণ বিএড কোর্সে বাইডের স্টাফদের বেতন ছাড়া আর সমুদয় খরচই ছাত্রদের ফি বাবদ দেয়া অর্থে মেটাতে হচ্ছে। আজকের যুগে একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক কর্মমুখী শিক্ষা থেকে শুরু করে সব রকমের শিক্ষাই জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানো সম্ভব হবে বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ছাত্ররা নিজ কাজে নিয়োজিত থেকে এই পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে। একসাথে ছাত্রাবাসে বা শ্রেণীকক্ষে একত্রিত হতে হয় না বলে বর্তমান তথাকথিত রাজনীতির নামে বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতা সৃষ্টির সম্ভাবনা এই পদ্ধতিতে নেই। বর্তমান সরকার ছাত্র রাজনীতি সীমিত করার যে পদক্ষেপ নিচ্ছেন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন তার জন্য একটি অধিক কার্যকরী ব্যবস্থা বলে অভিজ্ঞ মহলের বিশ্বাস। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বছরের পর বছর শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে গিয়ে অভিভাবকদের চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের সেশন পেছানোর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে জাতীয় অগ্রগতিতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হবে।

—মোঃ ইফতেখার আলম